স্বয়ং প্রভুচ্ছিষ্ট-গ্রহণ ঃ—

আপনে প্রভুর 'শেষ' করিলা ভোজন ।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইলা পুনঃ ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তপ্রেমবশ ভগবানেরও স্ব-সুখার্থ চেষ্টা ছাড়িয়া ভক্তের সন্তোষানুসন্ধান ঃ—

"দেখ,—জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায় ।
শীঘ্র আসি' সমাচার কহিবে আমায় ॥" ১৫০ ॥

পণ্ডিতের ভোজনান্তে প্রভুর শয়ন ; ভক্তের তৃপ্তি বা সন্তোষেই প্রভুর নিজকার্য্য-সমাধান-জ্ঞান ও সুখ ঃ—

গোবিন্দ আসি' দেখি' কহিল পণ্ডিতের ভোজন ।
তবে মহাপ্রভু করিলা স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥ ১৫১ ॥

গৌরবশকারী পণ্ডিত ও প্রভুর প্রেমের সহিত দ্বাপরে সত্যভামা ও বাসুদেবের প্রেমোপমা ঃ—

জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে ।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥ ১৫২ ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা ?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহ সে উপমা ॥ ১৫৩ ॥

পণ্ডিতের 'প্রেমবিবর্ত্ত'-শ্রবণে গৌরকৃষ্ণে প্রেমোদয় ঃ—

জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' শুনে যেই জন ।
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে, পায় প্রেমধন ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-তৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। 'প্রেমবিবর্ত্ত'—এক অর্থ এই যে, প্রেমের 'বিবর্ত্ত' অর্থাৎ প্রেমকার্য্যে রোষভ্রম হয়, এরূপ ব্যবহার ; দ্বিতীয়ার্থ এই যে, জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে স্ব-কৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত'-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।
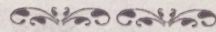
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু কলার শরলায় শয়ন করিলে তাঁহার বড় কষ্ট হয় বলিয়া জগদানন্দ লেপ-বালিস ইত্যাদি তৈয়ার করিলে মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। স্বরূপ গোস্বামী কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া যে লেপ-বালিসের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন, তাহা অনেক আপত্তির সহিত মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে গমন করত সনাতনের সহিত বহুবিধ ভক্তি আস্বাদন করিলেন। মুকুন্দ সরস্বতীর বহির্ব্বাস-সম্বন্ধে আচার্য্যাভিমানরূপ পরমোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। জগদানন্দ সনাতনের ভেট মহাপ্রভুকে দিলে তাহাতে পিলু-ফল-ভক্ষণের রহস্য উঠিল। দেবদাসীর গান-শ্রবণে মহাপ্রভু কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া, গায়ক যে স্ত্রীলোক ইহা না জানিয়া তাহার দিকে দৌড়িতেছিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে অবরোধ করায়, তিনি 'স্ত্রীলোক' নাম শুনিয়া গোবিন্দকে ধন্যবাদ দিলেন। সন্ন্যাসীর বা বৈষ্ণবের পক্ষে পরস্ত্রীর মুখে কৃষ্ণগীত সাক্ষাৎ শ্রবণ করা যে অযুক্ত—ইহা এই আখ্যায়িকায় পাওয়া যায়। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবার সময় কায়স্থ রামদাস-বিশ্বাস-পণ্ডিতকে পথে সঙ্গে পাইয়াছিলেন। বিশ্বাস-পণ্ডিতের হৃদয়ে বিদ্যাগর্ব্বহেতু মুক্তি-বাঞ্ছা থাকায় মহাপ্রভু তাহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন না। ভট্টগোস্বামীর আংশিক জীবনী এই পরিচ্ছেদ-শেষে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিরহকৃশ অথচ ভাবপ্রফুল্ল প্রভুর আশ্রয়গ্রহণ ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদজাত আর্ত্তিক্রমে মন ও তনু ক্ষীণ হইলেও ভাবোদয়-সময়ে যিনি প্রফুল্লতা ধারণ করিতেন, সেই গৌর-চন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) মনঃ তনূঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা (কৃষ্ণবিরহজনিতপীড়য়া) ক্ষীণে অপি চ ভাবৈঃ (সাত্ত্বিকাদিভিঃ) ক্বচিৎ ফুল্লতাং (স্ফীততাং) দধাতে (ধারয়তঃ), তং গৌরম্

হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ-সঙ্গে ।
নানামতে আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৩ ॥

উক্ত শ্লোকার্থ ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখে ক্ষীণ মন-কায় ।
ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥ ৪ ॥

প্রভুর কঠোর বৈরাগ্য ঃ—

কলার শরলাতে শয়ন, অতি ক্ষীণ কায় ।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা হয় গায় ॥ ৫ ॥

তদ্দর্শনে প্রভুসুখতৎপর ভক্তগণের কষ্ট ; জগদানন্দের প্রভুসুখবিধানে চেষ্টা ঃ—

দেখি' সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায় ।
সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায় ॥ ৬ ॥

প্রভুর জন্য গেরুয়া ওয়াড় দিয়া তোষক ও বালিশ তৈয়ার ঃ—

সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা ।
শিমূলীর তুলা দিয়া তাহা পূরাইলা ॥ ৭ ॥

প্রভুর ব্যবহারে নিয়োগার্থ গোবিন্দকে অনুরোধ ঃ—

এক তুলি-বালিশ গোবিন্দের হাতে দিলা ।
'প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়'—তাহারে কহিলা ॥ ৮ ॥

শ্রীস্বরূপকেও অনুরোধ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ ।
"আজি আপনে যাঞা প্রভুরে করাইহ শয়ন ॥" ৯ ॥

স্বরূপ ও গোবিন্দের তদ্দ্বারা শয্যা-রচনা, তদ্দর্শনে প্রভুর ক্রোধ ঃ—

শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা ।
তুলি-বালিশ দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা ॥ ১০ ॥

প্রভুর তন্নির্ম্মাণকারীর নাম-জিজ্ঞাসা ; পণ্ডিতের নাম-শ্রবণে প্রভুর ভয় ঃ—

গোবিন্দেরে পুছেন,—'ইহা করাইল কোন্ জন?"
জগদানন্দের নাম শুনি' সঙ্কোচ হৈল মন ॥ ১১ ॥

তৎক্ষণাৎ সেই শয্যা দূরে নিক্ষেপ ও কদলীপত্রে শয়ন ঃ—

গোবিন্দেরে কহি' সেই তুলি দূর কৈলা ।
কলার শরলা-উপর শয়ন করিলা ॥ ১২ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক জগদানন্দের দুঃখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা-জ্ঞাপন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি?
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী ॥" ১৩ ॥

আপনাকে বিরক্ত যতি-অভিমানে প্রভুর কৃত্রিম ক্রোধপূর্ব্বক অনুযোগ ঃ—

প্রভু কহেন,—"খাট এক আনহ পাড়িতে ।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥ ১৪ ॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন ।
আমারে খাট-তুলি-বালিশ—মস্তক-মুণ্ডন!!" ১৫ ॥

জগদানন্দকে স্বরূপের প্রভুবাক্য-জ্ঞাপন, পণ্ডিতের ক্লেশ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি আসি' পণ্ডিতে কহিলা ।
শুনি' জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইলা ॥ ১৬ ॥

সেবা-চতুর শ্রীস্বরূপের প্রভু-সেবার্থ শয্যা-দ্রব্য নির্ম্মাণ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃজিলা প্রকার ।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিলা অপার ॥ ১৭ ॥
নখে চিরি' চিরি' তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈলা ।
প্রভুর বহির্ব্বাসেতে সে-সব ভরিলা ॥ ১৮ ॥

অতিকষ্টে প্রভুর তদ্গ্রহণে সম্মতি-প্রদান ঃ—

এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে ।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৯ ॥

প্রভুর শয়নে সকলে সুখী, কেবলমাত্র জগদানন্দের দুঃখ ঃ—

তাতে শয়ন করেন প্রভু,—দেখি' সবে সুখী ।
জগদানন্দ—ভিতর-বাহিরে মহাদুঃখী ॥ ২০ ॥

পণ্ডিতের বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা ; পূর্ব্বে ইচ্ছা-সত্ত্বেও প্রভুর বিনাদেশে গমনে অসামর্থ্য ঃ—

পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে ।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাঁরে, না পারে চলিতে ॥ ২১ ॥

অধুনা প্রভুর শয়ন-ব্যাপারে দুঃখিত হইয়া মথুরা-গমনে প্রভুর আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

ভিতরের দুঃখ বাহ্যে প্রকাশ না কৈলা ।
মথুরা যাইতে প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২২ ॥

প্রভুর মধুর বাক্যে সান্ত্বনা ঃ—

প্রভু কহে,—"মথুরা যাইবা আমায় ক্রোধ করি' ।
আমায় দোষ লাগাঞা হইবা ভিখারী ॥" ২৩ ॥

বাম্যস্বভাব হইয়াও প্রভুপদে জগদানন্দের সসম্ভ্রমে কাতর-নিবেদন ঃ—

জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ ।
"পূর্ব্ব হইতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। কলার শরলাতে—কদলীর বল্কলে।

১৫। মস্তক-মুণ্ডন—লজ্জা দিবার কথা।

অনুভাষ্য

[অহম্] আশ্রয়ে (শরণং প্রপদ্যে)।

অনুভাষ্য

৮। তুলি—তুলার তোষক, গদী।

১৯। ওড়ন-পাড়ন—ওতঃপ্রোত ; কাহারও মতে—বালিশ ও তোষক।

প্রভু-আজ্ঞা নাহি, তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ', অবশ্য যাইমু নিশ্চিতে ॥" ২৫ ॥

ভক্তবৎসল প্রভুর নিষেধ, পণ্ডিতের নির্ব্বন্ধ ঃ—

প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করেন অঙ্গীকার।
তেঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার ॥ ২৬ ॥

শ্রীস্বরূপকে পণ্ডিতের নিবেদন, প্রভুর পণ্ডিতের গমন-বিষয়ে অসম্মতি ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞিরে পণ্ডিত কৈলা নিবেদন।
"পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥ ২৭ ॥
প্রভু-আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে, 'ক্রোধে যাহ' বলি' ॥২৮॥

স্বীয় গমন-বিষয়ে প্রভুর সম্মতি-গ্রহণার্থ স্বরূপকে অনুরোধ ঃ—

সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয়।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ', করিয়ে বিনয় ॥" ২৯ ॥

স্বরূপের তজ্জন্য প্রভুপদে নিবেদন ও আজ্ঞা-যাজ্ঞা ঃ—

তবে স্বরূপ গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
"জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৩০ ॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তেঁহো মাগে বার বার।
আজ্ঞা দেহ',—মথুরা দেখি' আইসে একবার ॥ ৩১ ॥
আইরে দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি' আয় ॥" ৩২ ॥

স্বরূপের অনুরোধে জগদানন্দকে ডাকিয়া তথাকার কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
জগদানন্দে বোলাঞা তাঁরে শিখাইলা ॥ ৩৩ ॥

পথবিষয়ে উপদেশ-দান ঃ—

"বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইবা পথে।
আগে সাবধানে যাইবা ক্ষত্রিয়াদি-সাথে ॥ ৩৪ ॥
কেবল গৌড়ীয়া পাইলে 'বাটপাড়' করি' বান্ধে।
সব লুটি' বাঁধি' রাখে, যাইতে বিরোধে ॥ ৩৫ ॥

মথুরা-গমনান্তে কর্ত্তব্যোপদেশ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন রাগমার্গীয় ভক্তের সহিত সঙ্গ-বিষয়ে সতর্কীকরণ ঃ—

মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গে রহিবা।
মথুরার স্বামী-সবের চরণ বন্দিবা ॥ ৩৬ ॥
দূরে রহি' ভক্তি করি' সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ-সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বদা সনাতন-সঙ্গে অবস্থান-জন্য উপদেশ ঃ—

সনাতন-সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা একক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণাভিন্ন গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিতে নিষেধ ঃ—

শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে 'গোপাল' ॥ ৩৯ ॥

সনাতনকে প্রভুর আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপন ও ভজন-স্থান নির্ব্বাচন করিতে আদেশ —

আমিহ আসিতেছি,—কহিহ সনাতনে।
আমার তরে একস্থান করে বৃন্দাবনে ॥" ৪০ ॥

পণ্ডিতকে বিদায়ালিঙ্গন, পণ্ডিতের প্রভুপদ-বন্দন ঃ—

এত বলি' জগদানন্দে কৈলা আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। মথুরার স্বামী-সবের—মথুরাবাসী 'চৌবে'গণের।

৩৭। কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধবাৎসল্যভাবে তাঁহারা যে-সকল আচার করিয়া থাকেন, তাহা—স্মার্ত্তমতের বিরুদ্ধ ; ইহা দেখিয়া (ঐশ্বর্য্যভাবরত) তোমার মনে অশ্রদ্ধা হইতে পারে। কিন্তু ব্রজমণ্ডলবাসীর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা না হওয়াই আবশ্যক ; কেননা, তাঁহাদের ভক্তি—রাগাত্মিকা। অতএব (তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যভাবপ্রিয় ভক্ত রাগমার্গীয় তাঁহাদের সঙ্গে না থাকিয়া) দূরে থাকিয়াই তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করিবে।

৩৯। অধিক দিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসীদিগের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসাই ভাল। শ্রীগোপাল-দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না ; যেহেতু গোবর্দ্ধন—সাক্ষাদ্ভগবন্মূর্ত্তি ; তাঁহার উপর চড়া ভাল

অনুভাষ্য

২৮। 'ক্রোধে যাহ' বলি'—'ক্রোধের সহিত যাও' বলিয়া।

৩৪। ক্ষত্রিয়াদি-সাথে—দস্যুহস্ত হইতে রক্ষাকারী ক্ষত্রিয়-গণের সঙ্গে।

৩৫। গৌড়ীয়া অর্থাৎ গৌড় বা বঙ্গদেশীয় মনুষ্য—স্বভাবতঃ অস্থূলকায় ও দুর্ব্বলপ্রতিম। একাকী পাইলে নিঃসহায় দুর্ব্বল-গণকে বাটপাড় অর্থাৎ পথদস্যুগণ বান্ধিয়া রাখিয়া সমস্ত কাড়িয়া লয় এবং গমনবিষয়ে বিরোধ করে অর্থাৎ যাইতে দেয় না। কাহারও মতে,—গৌড়ীয়দিগকে 'সুচতুর' দেখিয়া পথদস্যু-কার্য্যে নিযুক্ত করে এবং দস্যুকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কোথাও ছাড়িয়া দেয় না।

৪০। প্রভুর পুনর্ব্বার বৃন্দাবন-গমনের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায় না ; পরবর্ত্তী ৭০ সংখ্যায় সনাতন-প্রভুকর্ত্তৃক মহাপ্রভুর বাসস্থান-রূপে নির্ব্বাচিত-স্থান-সংস্কারদ্বারা অনুমিত হয় যে, মহাপ্রভু পরে পুনর্ব্বার বৃন্দাবন গমন করিতেও পারেন।

ভক্তগণ হইতে বিদায় লইয়া কাশী-আগমন ঃ—

সব ভক্তগণ-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ।
বনপথে চলি' চলি' বারাণসী আইলা ॥ ৪২ ॥

তপনমিশ্র ও বৈদ্য চন্দ্রশেখর-সহ সাক্ষাৎকার ও সংলাপ ঃ—

তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর,—দোঁহারে মিলিলা ।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকল শুনিলা ॥ ৪৩ ॥

মথুরায় সনাতনসহ মিলন ও উভয়ের আনন্দ ঃ—

মথুরাতে আসি' মিলিলা সনাতনে ।
দুইজনের সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে ॥ ৪৪ ॥

সনাতনানুগত্যে পণ্ডিতের দ্বাদশবন-দর্শন ঃ—

সনাতন করাইলা তাঁরে দ্বাদশবন-দরশন ।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি' মহাবন ॥ ৪৫ ॥

উভয়ের একত্র অবস্থান, কিন্তু পৃথক্ অভ্যাস-মত পৃথক্ খাদ্য-গ্রহণ ঃ—

সনাতনের গোফাতে দুঁহে রহে একঠাঞি ।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই' ॥ ৪৬ ॥
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই' মহাবনে ।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ-সদনে ॥ ৪৭ ॥

মানদ সনাতনকর্ত্তৃক পণ্ডিতের সেবা ঃ—

সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান ।
মহাবনে দেন আনি' মাগি' অন্ন-পান ॥ ৪৮ ॥

একদিন পণ্ডিতের সনাতনকে নিমন্ত্রণ ও রন্ধন ঃ—

একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিলা ।
নিত্যকৃত্য করি' তেঁহ পাক চড়াইলা ॥ ৪৯ ॥

মস্তকে সন্ন্যাসিদত্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সনাতনের পণ্ডিতের গৃহে আগমন ঃ—

'মুকুন্দ সরস্বতী' নাম সন্ন্যাসী মহাজনে ।
এক বহির্ব্বাসে তেঁহো দিল সনাতনে ॥ ৫০ ॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া ।
জগদানন্দের বাসা-দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥ ৫১ ॥

সনাতনের বস্ত্রকে প্রভুদত্ত-বস্ত্রজ্ঞানে পণ্ডিতের প্রেম ঃ—

রাতুল বস্ত্র দেখি' পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা ।
'মহাপ্রভুর প্রসাদ' জানি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৫২ ॥

সনাতনের বস্ত্রপ্রাপ্তির কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

"কাঁহা পাইলা তুমি এই রাতুল বসন?"
"মুকুন্দ-সরস্বতী দিল",—কহেন সনাতন ॥ ৫৩ ॥

প্রভু ব্যতীত অন্য সন্ন্যাসীর দান-গ্রহণে পণ্ডিতের ক্রোধ ঃ—

শুনি' পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিল ।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইল ॥ ৫৪ ॥

সনাতনের লজ্জা ঃ—

সনাতন তাঁরে জানি' লজ্জিত হইলা ।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত, হাণ্ডি চুলাতে ধরিলা ॥ ৫৫ ॥

সনাতনকে পণ্ডিতের ভর্ৎসনা ঃ—

"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান ।
তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥ ৫৬ ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে ।
কোন্ ঐছে হয়,— ইহা পারে সহিবারে ??" ৫৭ ॥

অমানী মানদ মহাধীর সনাতন-গোস্বামীর আত্মদৈন্য ও পণ্ডিতের গৌরপ্রেম-নিষ্ঠা-প্রশংসা ঃ—

সনাতন কহে,—"সাধু পণ্ডিত-মহাশয় !
তোমা-সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥ ৫৮ ॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে ।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিমু কেমতে ?? ৫৯ ॥

পণ্ডিতের প্রেমপরীক্ষণ ও প্রত্যক্ষ তদ্দর্শন ঃ—

যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ ।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ ॥ ৬০ ॥

রাগমার্গীয় পরমহংসের কাষায়বস্ত্রপরিধান-বিষয়ে নিষিদ্ধতা ঃ—

রক্তবস্ত্র 'বৈষ্ণবের' পরিতে না যুয়ায় ।
কোন প্রবাসীরে দিমু, কি কায উহায় ??" ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নয়। গোপাল যখন যখন অন্যাশ্রমে যান, সে-সময় দর্শন করাই ভাল।

৪৬। সনাতন তখন মাধুকরী-ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটির টুক্‌রা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাত না খাইলে নিজের প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া জগদানন্দ-পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন ; ব্রজের দেবালয়ে ভাত-ডাল প্রসাদ হইত না।

অনুভাষ্য

৪৮। সমাধান—সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন বা সেবন।

৫৫। জানি—জানাইয়া অথবা গৌরপ্রেমময় জানিয়া।

৬১। বৈষ্ণবগণ—পরমহংস ও অকিঞ্চন ; সুতরাং বৈধ-সন্ন্যাসিগণের পরিধেয় গৈরিক-বসন পরিধান করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পারমহংস্যাশ্রম নির্দ্দেশ বা প্রদর্শন করিতে হয় না। বিশেষতঃ, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীগৌরহরি একদণ্ডীর বেশ স্বীকার করায় তাঁহার পদাশ্রিত কিঙ্করগণ তদ্দাসাভিমানে অপ্রাকৃত

অমৃতানুকণা—৬১। শ্রীসনাতন-গোস্বামীর শিরোধৃত 'রাতুল-বস্ত্র' 'শ্রীমুকুন্দ-সরস্বতী'-নামক কোন একদণ্ডী সন্ন্যাসীর প্রদত্ত জানিয়া

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীসনাতন-প্রতি যে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর শ্রীসনাতন গোস্বামী তদুত্তরে যে "রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়" বলিয়াছিলেন—ইহাতে কেহ কেহ বৈষ্ণবস্থানে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করায় বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া বিচার করিয়া থাকেন যে, 'গৈরিকবসন-ব্যবহার বৈষ্ণবের পক্ষে সঙ্গত নহে।' 'রাতুল-বস্ত্র' বা 'রক্ত-বস্ত্র' বলিতে মুখ্যতঃ কাষায় বসন বা গৈরিক-বস্ত্রই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিত কখনই 'গৈরিক বস্ত্র' প্রতি বীতরাগ ছিলেন না, যে তদ্দর্শনে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীসনাতনকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্য তোষক বালিশ তৈয়ার করিতে বস্ত্র গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিলেন,—"সুক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা। শিমুলির তুলা দিয়া তাহা পূরাইলা।।" (অন্ত্য ১৩।৭) ; এবং তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামীর মস্তকে ধৃত গৈরিকবস্ত্র-দর্শনে প্রথমে উহা মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র-জ্ঞানেই প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন,—"রাতুল বস্ত্র দেখি' পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা।" কিন্তু যাঁহাকে তিনি মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদগণের মধ্যে গণ্য করিতেন ("তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন।।"), সেই শ্রীসনাতনপ্রভুর মস্তক একমাত্র মহাপ্রভুর উপভুক্ত বস্ত্রেই ভূষিত হওয়ার যোগ্য,—সেস্থলে কোন একদণ্ডী সন্ন্যাসীর বসন ধৃত হইলে মহাপ্রভুর 'নিজ ধন'-রূপ শ্রীসনাতনের অবমাননাই হইয়া থাকে এবং তাহা শ্রীজগদানন্দ-পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় বলিয়াই তিনি শ্রীসনাতনকে ঐরূপ প্রণয়-ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার গৈরিক-বসন-বিরোধিতা কিরূপে প্রকাশ পাইল? বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা শ্রীজগদানন্দের শ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রধান সেবক শ্রীসনাতন—উভয়ের প্রতিই প্রণয়াতিশয্য প্রকাশিত হইতেছে।

"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়"—এইবাক্যে গৈরিকবসন তথা যতিবেষ-ধারণ অর্থাৎ পক্ষান্তরে সন্ন্যাসগ্রহণ বৈষ্ণবগণের কখনও কর্ত্তব্য নহে, ইহাই যদি শ্রীসনাতন গোস্বামীর অভিপ্রায় হইত, তবে তদনুসারে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এবং তাঁহার সন্ন্যাসি-সঙ্গিগণের যতিবেষও অবৈধরূপে বিচারিত হইত। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ 'স্বয়ং ভগবানের' সন্ন্যাসগ্রহণ এবং তদুচিত বেষধারণ অবৈধ!—এইরূপ অশাস্ত্রীয় বিচার নিখিলশাস্ত্রবেত্তা শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট হইতে কখনও সম্ভব নহে। সকল বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, সংহিতা, এমনকি সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যাঁহাকে ভাগবতের যথার্থ ব্যাখ্যাতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই শ্রীল শ্রীধরস্বামীর 'ভাবার্থ-দীপিকা' (১০।৮৬।৩) "পূজ্যতম-ত্রিদণ্ডি-বেষম্"—সর্ব্বত্র যেস্থলে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণের বিধি ও মহিমা ব্যক্ত হইয়াছে, সেস্থলে সর্ব্বপণ্ডিতকুল-চূড়ামণি শ্রীসনাতন গোস্বামীর ঐরূপ বাক্যের অর্থ-অনুধাবন যে কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ 'মাটিয়া-বুদ্ধি'র কার্য্য নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের (২।৭।১৪) দিগ্‌দর্শিনী-টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী জানাইয়াছেন,—"যে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দাশ্রয়াস্তে যতয় এব নোচ্যন্তে, কিন্তু পরমভক্তা এব, সর্ব্বপরিত্যাগেন তচ্চরণারবিন্দাশ্রয়ণাৎ, কেবলং গৃহাদিপরিত্যাগনিষ্ঠার্থমেব সন্ন্যাসগ্রহণাৎ, বেষমাত্রেণ যতি-সাদৃশ্যং তেষাম্।" অর্থাৎ, 'যাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে (বেষচিহ্নদ্বারা) কেবল 'যতি' বলা যাইতে পারে না,—সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎচরণকমল আশ্রয়হেতু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভক্তই। কেবল গৃহাদি-পরিত্যাগে নিষ্ঠার জন্যই সন্ন্যাস-গ্রহণহেতু বেষমাত্রদ্বারা তাঁহাদের (ভক্তগণের) 'যতি'-সাদৃশ্য।' শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও তাহাই বলিয়াছেন,—'পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষধারণ। মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ।।" (মধ্য ৩।৮)—সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক যে গৈরিকবেষাদি ধারণ হইয়া থাকে, তাহা কেবল গৃহত্যাগাদি-নিষ্ঠা তথা পরাত্ম-শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্ঠার জন্য। বেষধারণ করিলেই 'সংসারতারণ' হয়, এরূপ নহে, তাহা কেবল মুকুন্দসেবা-দ্বারাই ঘটিয়া থাকে—ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। সুতরাং 'গৈরিকবেষ-ধারণ বৈষ্ণবগণের সঙ্গত নহে'—এইরূপ বিচার যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন, মাৎসর্য্য-কুপিত হওয়ায়—তত্ত্বান্ধ।

"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়"—এই সনাতন-উক্তি প্রথমে উক্ত প্রসঙ্গানুসারেই বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণব—কাষায়-পরিহিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' তথা 'আমিই নারায়ণ', এইরূপ মননকারী একদণ্ডী সন্ন্যাসী অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য তাঁহার কাষায়বসন-ধারণে বৈষ্ণবের উচ্চাসন খর্ব্বই হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, রাগমার্গীয় পরমহংস বৈষ্ণব—কাষায়-বসন পরিহিত বৈধমার্গীয় বর্ণাশ্রমান্তর্গত সন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেক্ষেত্রে তিনি গৈরিকবস্ত্র-ধারণবিধির ঊর্দ্ধে হওয়ায় তাঁহার পক্ষে উক্ত বস্ত্র 'পরিতে না যুয়ায়'। "জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।।" (ভাঃ ১১।১৮।২৮)—যিনি বহির্বিষয়ে বিরক্ত হইয়া মোক্ষকামনায় জ্ঞাননিষ্ঠ হন অথবা মোক্ষবিষয়ে অপেক্ষাশূন্য হইয়া আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্ত হন, তিনি 'সলিঙ্গ-আশ্রম' অর্থাৎ সন্ন্যাসাদি আশ্রমের চিহ্নস্বরূপ গৈরিকবসন, ত্রিদণ্ডাদি ত্যাগ করিয়া বিধি-নিষেধের অনধীন হইয়া বিচরণ করিবেন। এস্থলে ইহা লক্ষণীয় যে, কেবল বৈষ্ণবেরই নহে, জ্ঞানীরও তদ্রূপ সন্ন্যাসোচিত রক্তবস্ত্র 'পরিতে না যুয়ায়'। তবে তাহা কোন্ অধিকারে?—ইহার সদুত্তর উক্ত শ্লোকের শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত টীকায় স্পষ্ট দেখা যায়,—"পরিপক্ব-জ্ঞানিনো নিষ্কাম-স্বভক্তস্য চ বর্ণাশ্রমনিয়মাভাবমাহ,—জ্ঞাননিষ্ঠঃ পরিপক্বজ্ঞানবান্ ** অত্র সর্ব্বথা নৈরপেক্ষ্ম-জাতপ্রেম্নো ভক্তস্য ন সম্ভবেদেত উৎপন্নপ্রেমৈব ভক্তঃ সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যজেৎ, অনুৎপন্নপ্রেমা তু নির্লিঙ্গাশ্রমধর্ম্মাংস্ত্যজেদিত্যর্থো লভ্যতে।" অর্থাৎ, 'পরিপক্বজ্ঞানীর এবং নিষ্কাম নিজভক্তের (শ্রীকৃষ্ণভক্তের) বর্ণাশ্রম-নিয়ম অপ্রয়োজন, ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞাননিষ্ঠ—যিনি পরিপক্ব-জ্ঞানবান্। সর্ব্ববিষয়ে নিরপেক্ষতা অজাতপ্রেম-ভক্তের সম্ভব নহে, অতএব উৎপন্নপ্রেম-ভক্তই কেবল চিহ্নসমূহ-সহ 'আশ্রম' ত্যাগ করিবেন, (এতদ্দ্বারা) অজাতপ্রেম-ভক্ত কিন্তু 'নির্লিঙ্গ-আশ্রমধর্ম্ম' ত্যাগ করিবেন, এই অর্থই লাভ হইতেছে।'

অতএব দেখা যাইতেছে, যিনি জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইয়া "ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা" (গীতা ১৮।৫৪) হইয়াছেন এবং যিনি আত্মধর্ম্মোচিত শুদ্ধভক্তি-যোগে প্রেমাবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ পারমহংস্য-ধর্ম্মে উন্নীত ব্যক্তির পক্ষেই মাত্র গৈরিকবস্ত্র-দণ্ডাদি চিহ্নসহ সন্ন্যাসাদি আশ্রম পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, সর্ব্ব অধিকার-নির্ব্বিশেষে নহে। অজাতপ্রেম-ভক্ত 'নির্লিঙ্গ-আশ্রমধর্ম্ম' অর্থাৎ পারমহংস্য-আশ্রম, যে-আশ্রমের নির্দ্দিষ্ট

প্রভুকে ভোগসমর্পণ ও উভয়ের একত্র প্রসাদসম্মান ঃ—

পাক করি' জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিলা।
দুইজন বসি' তবে প্রসাদ পাইলা ॥ ৬২ ॥

প্রভুবিরহে উভয়ের ক্রন্দন ঃ—

প্রসাদ পাই দুইজনে কৈলা আলিঙ্গন।
চৈতন্যবিরহে দুঁহে করিলা ক্রন্দন ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। রাতুল—রাঙ্গা (কাষায়, গেরুয়া)।

অনুভাষ্য

চিদ্বিলাস-ভেদবুদ্ধিতে বেষগ্রহণ-বিষয়ে তাঁহার সহিত সাম্যব্যবহার যোগ্য বা বিধেয় বলিয়া মনে করেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া

অনুভাষ্য

পরমহংস বৈষ্ণবগুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া বৈষ্ণবদাসগণ আপনা-দিগকে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-বৈষ্ণবাসনে অধিষ্ঠিত বলিবার অযোগ্য-জ্ঞানে অনেক সময় দৈন্য-জ্ঞাপনোদ্দেশে গুরু-বৈষ্ণবের অযোগ্য তুর্য্যাশ্রমোচিত গৈরিক (কাষায়) বসনাদি পরিয়াও থাকেন।

কোন চিহ্ন নাই, তাহা ত্যাগ করিয়া নিজ অধিকারানুযায়ী বর্ণাশ্রম-নিয়মানুসারে আশ্রমোচিত চিহ্নাদি গ্রহণ করিবেন—এই ইঙ্গিতও যে উক্ত শ্লোকে যুগপৎ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা রসিকভক্ত-শেখর শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় অঙ্গুলীনির্দ্দেশদ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ রাগমার্গীয় পরমহংস-বৈষ্ণবগণের মর্য্যাদামার্গোচিত কাষায় বস্ত্রপরিধানের বা পরিবর্জ্জনের বাধ্য-বাধকতা নাই—তাঁহারা গুণাতীত হওয়ায়, "ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।" (গীতা ১৪।২২)। তজ্জন্য দেখা যায়,—ভক্তিকল্পবৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ ও তৎশিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী এবং উক্তবৃক্ষের নয়টী মূলস্বরূপ—শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীকেশবভারতী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীকেশবপুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ এবং শ্রীসুখানন্দপুরী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিত্যনিমগ্ন ভগবৎ-পার্ষদগণ, তাঁহারা বহির্দৃষ্টিতে 'রক্তবস্ত্র' পরিত্যাগের কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন নাই। সুতরাং কাষায়-বসনাদিদ্বারা সর্ব্বস্থলেই 'অজাতপ্রেমত্ব' বা বর্ণাশ্রমাধীনত্ব সূচিত হয় না, ইহাও লক্ষিতব্য। বিশেষতঃ রক্তবস্ত্র-মাধ্যমে একদিকে যেরূপ তাঁহারা দৈন্যবশতঃ নিজদিগকে লোকসমক্ষে বর্ণাশ্রমান্তর্গতরূপে চিহ্নিত করাইয়া তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ সহজ অনুরাগ গোপন রাখিতে প্রয়াস করিতেন, অপরদিকে উক্ত 'রক্তবস্ত্র' তাঁহা-দিগের জন্য এক বিশেষ উদ্দীপন-স্বরূপ হইয়া পরম ভজনানুকূল-বিচারে তাহা অপরিত্যাজ্য হওয়াও অসম্ভব কিছু নহে—"কনকনিবহ-শোভানিন্দি-পীতং নিতম্বে, তদুপরি নব-**রক্তবস্ত্র**-মিত্থং দধানঃ। **প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ**, প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।।" (শ্রীরূপগোস্বামিকৃত 'শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্')—যিনি নিতম্বদেশে কনকরাশি বিনিন্দিত পীতবসন এবং তদুপরি '**রক্তবস্ত্র**' এইপ্রকারে ধারণ করিয়াছেন, যেন তাহাতে প্রিয়তমা শ্রীরাধার প্রিয় রাগযুক্ত বর্ণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন। সুতরাং বিদ্বদ্রূঢ়িবিচারে 'রক্তবস্ত্রে'ও যে মহিমা অনুস্যূত থাকে, তাহা কেবল ভজনচতুর ব্যক্তিগণেরই অনুভবনীয়।

আবার যে-কারণে শ্রীগৌরভৃত্যবর্গ কাষায়-বস্ত্রধারী একদণ্ডীর বেশে অবস্থিত ভগবানের ন্যায় বেষগ্রহণপ্রথার আদর না করিয়া দীনজনোচিত পুরাতন মলিন বসনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধবিচার অবলম্বন করিয়াই শ্রীগোপাল-ভট্টাদি রূপানুগগণ স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ শ্রীরূপাদি গুরুদেবের পারমহংস্য-বেষ গ্রহণ না করিয়া ভাগবত-বিধিমতে একান্ত গৌরভৃত্য শ্রীপ্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদের আনুগত্যপ্রভাবে কাষায় বসন ও শিখাসূত্র ধারণাদি করিয়াছিলেন। শ্রীগোপালভট্ট আকুমার বৃহদ্‌ব্রতী ছিলেন, তজ্জন্য কাষায়-বসন পরিহার করিয়া তাঁহাকে সমাবর্ত্তন করিতে হয় নাই। তদবধি গৌড়ীয় সমাজে উক্ত শ্রীচৈতন্যশিক্ষার আদর চলিয়া আসিতেছে। অনেকে (নিজ স্থূলবুদ্ধি প্রমাণ করিতে) বলিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং কাষায় বস্ত্রধারী হইলেও তিনি কাহাকেও উক্ত বস্ত্র ধারণের উপদেশ করেন নাই। যিনি "আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।।" (আদি ৩।২০-২১) এই বিচারাবলম্বনে ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন,—যিনি "মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ", "মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন", "মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পাঁরো সহিতে।" (অন্ত্য ৪র্থ) ইত্যাদিরূপে শ্রীসনাতনপ্রভু-মাধ্যমে সাধকভক্তগণকে মর্য্যাদা-মার্গ অবলম্বনের উপদেশ করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার সেই সাক্ষাৎ আচরণ ও বাণী হইতে যদি কেহ তাদৃশ শিক্ষা লাভ না করেন, তবে তাহা দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

সাধকগণের তথা সিদ্ধগণের কাষায় বস্ত্র-ধারণের ইতিহাস সত্যযুগ হইতে পরিলক্ষিত হয়। বড় বড় ত্রিকালদর্শী মহানুভব ঋষি-মহর্ষিগণ উক্ত বস্ত্র ধারণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী—নিত্যই কাষায়বসনা—'পৌর্ণমাসীভগবতী সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়িনী। কাষায়-বসনা গৌরী কাশকেশীদরায়তা।।" (শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা) ইত্যাদি। কলিযুগেও শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীল শ্রীধরস্বামী, শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক-বৈষ্ণবগণ সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক কাষায়বস্ত্র-ধারণের যে শাশ্বতধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন, তাহা পারমহংস্য-আচরণের অনুকরণপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ও অনুরাগের আবরণে কিছু বেদবিরোধী অপসম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্যে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না। রাগানুগাভিমানী হইয়া যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে বাহ্যাভ্যন্তরে শ্রীরূপানুগ না হইতে পারিয়া বাহ্যিক বেষাদিতেই মাত্র রূপানুগত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সর্ব্বতোভাবে গর্হণপূর্ব্বক শাস্ত্রসঙ্গত-বিচারানুসারে মর্য্যাদা-সংরক্ষণদ্বারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর তুষ্টিবিধানেই ব্রতী হন।

উভয়ের গৌরবিরহানুভূতি ঃ—

এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে ।
চৈতন্যবিরহ-দুঃখ না যায় সহনে ॥ ৬৪ ॥

প্রভুর ভাবি আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপন, তজ্জন্য স্থান-নির্ব্বাচনার্থ আজ্ঞা ঃ—

মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিলা সনাতনে ।
'আমিহ আসিতেছি, রহিতে করিহ একস্থানে ॥' ৬৫ ॥

জগদানন্দের বিদায়-গ্রহণ ও প্রভুর জন্য সনাতনপ্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা ।
সনাতন প্রভুরে কিছু ভেটবস্তু দিলা ॥ ৬৬ ॥
রাসস্থলীর বালু, আর গোবর্দ্ধনের শিলা ।
শুষ্ক পক্ক পিলুফল আর গুঞ্জামালা ॥ ৬৭ ॥

পণ্ডিতের পুরী-যাত্রা, পণ্ডিতকে সনাতনের কষ্টে বিদায়-দান ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিত চলিলা সব লঞা ।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া ॥ ৬৮ ॥

প্রভুর অবস্থান-জন্য দ্বাদশাদিত্য-টিলায় মঠ-নির্ব্বাচন ও সংস্কার-সাধন ঃ—

প্রভুর নিমিত্ত একস্থান মনে বিচারিলা ।
দ্বাদশাদিত্য-টিলায় এক 'মঠ' পাইলা ॥ ৬৯ ॥
সেই স্থান রাখিলা গোসাঞি সংস্কার করিয়া ।
মঠের আগে রাখিলা এক চালি বান্ধিয়া ॥ ৭০ ॥

পণ্ডিতের পুরী-গমন ও সগণ প্রভুসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

শীঘ্র চলি' নীলাচলে গেলা জগদানন্দ ।
ভক্তসহ গোসাঞি হৈলা পরম আনন্দ ॥ ৭১ ॥
প্রভুর চরণ বন্দি' সবারে মিলিলা ।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৭২ ॥

প্রভুকে সনাতনের দণ্ডবৎ-জ্ঞাপন ও তদ্দত্ত দ্রব্যাদি-দান ঃ—

সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈলা ।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিলা ॥ ৭৩ ॥

ভক্তগণের পীলুফল-ভোজন-লীলা ঃ—

সব দ্রব্য রাখিলেন, পীলু দিলেন বাঁটিয়া ।
'বৃন্দাবনের ফল' বলি' খাইলা হৃষ্ট হঞা ॥ ৭৪ ॥
যে কেহ জানে, আঁটি চুষিতে লাগিল ।
যে না জানে গৌড়ীয়া, পীলু চাবাঞা খাইল ॥ ৭৫ ॥
মুখে তার ঝাল গেল, জিহ্বা করে জ্বালা ।
বৃন্দাবনের 'পীলু' খাইতে এই এক লীলা ॥ ৭৬ ॥

বৃন্দাবন হইতে জগদানন্দের আগমনে সকলের হর্ষ ঃ—

জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস ।
এইমতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর ও গুর্জ্জরী-রাগিণীতে গায়িকা দেবদাসীর বৃত্তান্ত-বর্ণন ; কৃষ্ণ-বিষয়ক পদশ্রবণে প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় প্রেমাবেশে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধিতে তৎসহ মিলনার্থ ধাবন ঃ—

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে ।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥ ৭৮ ॥
গুর্জ্জরীরাগিণী লঞা সুমধুর-স্বরে ।
'গীতগোবিন্দ'-পদ গায় জগমোহনেরে ॥ ৭৯ ॥
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ ।
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায়,—না জানি' বিশেষ ॥ ৮০ ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা ।
পথে 'সিজের বাড়ী' হয়, ফুটিয়া চলিলা ॥ ৮১ ॥

আত্মহারা প্রভুর রক্ষার্থে গোবিন্দের পশ্চাদ্ধাবন ঃ—

অঙ্গে কাঁটা লাগিল, কিছু না জানিলা!
আস্তে-ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা ॥ ৮২ ॥

গোবিন্দের প্রভুকে সাবধান করিয়া বাহ্যদশায় আনয়ন ঃ—

ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্পদূরে ।
"স্ত্রী-গান" বলি' গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে ॥৮৩॥

আশ্রয়জাতীয়-ভাবযুক্ত প্রভুর জগদ্গুরুত্ব আচার্য্যত্ব ; 'গৌরনাগরী"-বাদ-নিরাস ; প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা ।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি' চলিলা ॥ ৮৪ ॥

যোষিৎস্পর্শ বা সঙ্গ—আচার্য্য বা প্রচারকের মৃত্যুকারণ, অতএব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য বলিয়া গোবিন্দসমীপে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশচ্ছলে শিক্ষাদান ঃ—

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন ।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৯। দ্বাদশাদিত্য-টিলা—শ্রীমদনমোহনের পুরাতন ভগ্ন-মন্দির যে-উচ্চটিলার উপর বর্ত্তমান, তাহাকেই 'দ্বাদশাদিত্য-টিলা' বলে। কৃষ্ণলীলায় সময় দ্বাদশাদিত্য সেইস্থলে উদিত হইয়াছিলেন।

৮১। সিজের বাড়ী—উৎকল-দেশে পুষ্পোদ্যানকে 'ফুল-বাড়ী' বলে। সেখানে সিজের গাছ অর্থাৎ মনসা-সিজ ও কাঁটা-সিজ থাকে ; তাহাকে 'সিজের বাড়ী' বলে। 'বাড়ি' অর্থে—বেড়া।

অনুভাষ্য

৬৯। মঠ—দেবালয়।

গোবিন্দের নিকট অপরিশোধ্য ঋণ, প্রপন্ন গোবিন্দের জগন্নাথকেই রক্ষক-জ্ঞান ঃ—

এ-ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার ।"
গোবিন্দ কহে,—"জগন্নাথ রাখেন, মুই কোন্ ছার ?"৮৬

গোবিন্দকে প্রভুর সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ ঃ—

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, মোর সঙ্গে রহিবা ।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা ॥" ৮৭ ॥

সংবাদ-শ্রবণে ও প্রভুর অবস্থা-স্মরণে স্বরূপাদির আশঙ্কা ঃ—

এত বলি' লেউটি' প্রভু গেলা নিজ-স্থানে ।
শুনি' মহা-ভয় পাইলা স্বরূপাদি মনে ॥ ৮৮ ॥

রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর বৃত্তান্ত ; তাঁহার আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা বৃহদ্ব্রতী-লীলা ঃ—

এথা তপনমিশ্র-পুত্র রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্য ।
প্রভুরে দেখিতে চলিলা ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥ ৮৯ ॥

সেবকসহ রঘুনাথের গৌড়-পথে পুরী-যাত্রা ঃ—

কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়-পথ দিয়া ।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি সাজাঞা ॥ ৯০ ॥

পথে পুরীযাত্রী রামদাস-বিশ্বাসের মিলন ঃ—

পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস-রামদাস ।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস ॥ ৯১ ॥

রামদাস—রামানন্দীসম্প্রদায়ভুক্ত (রামায়েৎ) ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক ।
পরমবৈষ্ণব, রঘুনাথ-উপাসক ॥ ৯২ ॥
অষ্টপ্রহর রামনাম জপেন রাত্রিদিনে ।
সর্ব্ব ত্যজি' চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ৯৩ ॥

রামদাসকর্ত্তৃক রঘুনাথভট্টপ্রভুর সেবা ঃ—

রঘুনাথ-ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা ।
ভট্টের ঝালি মাথে করি' বহিয়া চলিলা ॥ ৯৪ ॥
নানাসেবা করি' করে পাদসম্বাহন ।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন ॥ ৯৫ ॥

রঘুনাথের পণ্ডিত-প্রদত্ত-সেবা-গ্রহণে আপত্তি ঃ—

"তুমি বড় লোক, পণ্ডিত, মহাভাগবত ।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথ ॥" ৯৬ ॥

রামদাসের দৈন্যোক্তি ও বৈষ্ণব-বিপ্রদাস্যে আনন্দ ঃ—

রামদাস কহে,—"আমি শূদ্র অধম !
'ব্রাহ্মণের সেবা',—এই মোর নিজ-ধর্ম্ম ॥ ৯৭ ॥
সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি—তোমার 'দাস' ।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয় উল্লাস ॥" ৯৮ ॥

রামদাসের অনুক্ষণ রামনাম-জপ ঃ—

এত বলি' ঝালি বহেন, করেন সেবনে ।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপেন রাত্রিদিনে ॥ ৯৯ ॥

রঘুনাথের পুরী-গমন ও প্রভুকে প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে ।
প্রভুর চরণে যাঞা মিলিলা কুতূহলে ॥ ১০০ ॥
দণ্ড-প্রণাম করি' ভট্ট পড়িলা চরণে ।
প্রভু 'রঘুনাথ' বলি' কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১০১ ॥

প্রভুপদে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের প্রণতি-জ্ঞাপন, ভগবানের স্বভক্তকুশল-জিজ্ঞাসা ঃ—

মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা ।
মহাপ্রভু তাঁ-সবার বার্ত্তা পুছিলা ॥ ১০২ ॥

রঘুনাথকে প্রভুর জগন্নাথদর্শনার্থ আজ্ঞা ও নিজগৃহে নিমন্ত্রণ ঃ—

"ভাল হইল আইলা, দেখ 'কমললোচন' ।
আজি আমার এথা করিবা প্রসাদ ভোজন ॥" ১০৩ ॥

বাসস্থান-দান ও স্বরূপাদি ভক্তসহ মিলন ঃ—

গোবিন্দেরে কহি' এক বাসা দেওয়াইলা ।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা ॥ ১০৪ ॥

আটমাস প্রভুসঙ্গে অবস্থান ও প্রভুর স্নেহকৃপা-লাভ ঃ—

এইমত প্রভু-সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস ।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপা বাড়য়ে উল্লাস ॥ ১০৫ ॥

স্বগৃহে রঘুনাথের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ ।
ঘর-ভাত করেন, আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০৬ ॥

অমৃতনিন্দি নৈবেদ্য-রন্ধন-বিদ্যায় পারদর্শী রঘুনাথ ঃ—

রঘুনাথ ভট্ট—পাকে অতি সুনিপুণ ।
যেই রান্ধে, সেই হয় অমৃতের সম ॥ ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯১। বিশ্বাসখানার কায়স্থ—গৌড়েশ্বরের হিসাব-কার্য্যালয়কে 'বিশ্বাসখানা' বলিত ; কায়স্থগণই তথায় কার্য্য করিতেন, কেননা, তাঁহারা রাজবিশ্বাসী ছিলেন।

৯২। পরম বৈষ্ণব—যিনি হৃদয়ে 'মুমুক্ষু', তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত নন। বস্তুতঃ রামোপাসক থাকায় রামদাসকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বলা যায়। কিন্তু সেকালে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের শ্রেণী-ভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ-কুলোদ্ভব শ্রীরামদাসও জগতে 'পরমবৈষ্ণব' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

অনুভাষ্য

৯২। কাব্যপ্রকাশ—মম্মথভট্ট-বিরচিত স্বনামখ্যাত অলঙ্কার-গ্রন্থবিশেষ।

১০২। মিশ্র আর শেখরের—তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের।

ভট্টগোস্বামীর প্রভূচ্ছিষ্ট-লাভ ঃ—

পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥ ১০৮ ॥

রামদাসসহ সাক্ষাৎকার হইলেও অন্তর্যামী প্রভুর তৎপ্রতি ঔদাসীন্য ঃ—

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা ॥ ১০৯ ॥

ঔদাসীন্যের কারণ ঃ—

অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্‌।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌ ॥ ১১০ ॥

রামদাসের কাব্যশাস্ত্রাধ্যাপনা ঃ—

রামদাস কৈলা তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে পড়ায় 'কাব্যপ্রকাশ' ॥ ১১১ ॥

রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভুকর্ত্তৃক সংসারে প্রবেশানিচ্ছুক ও অপ্রবিষ্ট সাধককে স্বস্থানে থাকিয়া যোষিৎসঙ্গদ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ-স্পৃহা-মূলে অত্যাহার, প্রয়াস বা লৌল্যাদি-নিষেধ ঃ—

অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
"বিবাহ না করিহ" বলি' নিষেধ করিলা ॥ ১১২ ॥

কাশীতে গিয়া বৈষ্ণব-সেবার্থে আদেশ এবং অনর্থমুক্ত কৃষ্ণসুখতৎপর-ভাগবতসমীপেই কৃষ্ণসেবার্থে চিন্ময়-ভাগবতাধ্যয়নার্থ আদেশ ঃ—

"বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ১১৩ ॥

পুরীতে একবার আসিতে আদেশ, কণ্ঠমালা-প্রসাদ-দান ঃ—

পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।"
এত বলি' কণ্ঠমালা দিলা তাঁর গলে ॥ ১১৪ ॥

ভট্টকে বিদায়-দান, প্রভুবিরহে ভট্টের ক্রন্দন ঃ—

আলিঙ্গন করি' প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥

ভক্তাজ্ঞা লইয়া রঘুনাথের কাশীতে আগমন ঃ—

স্বরূপ-আদি ভক্ত-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাঞা ॥ ১১৬ ॥

কাশীতে বৈষ্ণবপণ্ডিত-সমীপে ভাগবতাধ্যয়ন ঃ—

চারিবৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত-ঠাঞি ভাগবত পড়িলা ॥ ১১৭ ॥

পিতামাতার ধামপ্রাপ্তির পর বিরক্ত হইয়া পুরীতে প্রভু-সকাশে আগমন ঃ—

পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ ১১৮ ॥

পূর্ব্ববৎ রঘুর অষ্টমাস অবস্থানান্তে প্রভুর ব্রজে রূপ-সনাতনের সঙ্গী হইতে আদেশ ঃ—

পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি' পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥ ১১৯ ॥
"আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। মুক্তি-বাঞ্ছা ও বিদ্যা-গর্ব্ব—এই দুই দোষে রামদাসকে 'শুদ্ধবৈষ্ণব' হইতে দেয় নাই।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১১১। পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে—ভবানন্দের অধস্তনগণকে।

১১২। শ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথভট্টকে সংসারে অপ্রবিষ্ট-অবস্থায়ই কৃষ্ণপরায়ণ হইতে দেখিয়া তাঁহাকে 'অত্যাহার'রূপ দারপরিগ্রহ করিয়া ভোগায়তন মায়াময় সংসারে প্রবিষ্ট হইতে নিষেধ করিলেন। বিষয়ী স্ত্রৈণ সাংসারিকগণ গৃহব্রত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভোক্তা পুরুষাভিমান ও ভোগবুদ্ধিবশতঃ অনেক সময় কৃষ্ণসেবাবিমুখ, তজ্জন্য তাহাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা অল্প।

অনুভাষ্য

১১৩। এস্থানে জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক আচার্য্য শ্রীরঘুনাথ-ভট্টকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধককে একান্ত পরমগৌরভক্ত বৈষ্ণব পিতামাতাকে স্বীয় হরিসেবার অনুকূলভাবে সেবা করিবার জন্যই আদেশ দিয়াছেন ; কৃষ্ণভজনার্থী সেবকমাত্রকেই হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিমুখ পিতামাতার সেবা করিতে আদেশ দেন নাই। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ৫।৫।১৮)—"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী না সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।।"* এবং "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তি-মিচ্ছতা।।"* শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

অবৈষ্ণব-বৈয়াকরণের নিকট ভাগবত পাঠ করিতে গেলে জড়ীয়কাব্যগ্রন্থেরই পাঠ-শ্রবণ হয় ; যেহেতু ঐ সকল পাঠক

** ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান-উপদেশদ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, তিনি —'গুরু' নহেন, তিনি—'স্বজন' নহেন, তিনি—'পিতা' নহেন, তিনি—'জননী' নহেন, তিনি—'দেবতা' নহেন, তিনি—'পতি' নহেন।*

** হে মুনে! জগতে লৌকিকী অথবা বৈদিকী যে-সকল ক্রিয়া কৃত হইয়া থাকে, ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি সেইসকল ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূলেই অনুষ্ঠান করিবেন।*

বৃন্দাবনে নিত্যকৃত্য-কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম ।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥" ১২১ ॥

প্রভুর কৃপালিঙ্গন ; রঘুনাথের কৃষ্ণপ্রেম-মত্ততা ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা ।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥ ১২২ ॥

জপের তুলসী-মালাদি প্রদান ঃ—

চৌদ্দ-হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা ।
ছুটা-পান-বিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা ॥ ১২৩ ॥

রঘুনাথের প্রত্যহ মালিকা-সেবা ঃ—

সেই মালা, ছুটা-পান প্রভু তাঁরে দিলা ।
'ইষ্টদেব' করি' মালা ধরিয়া রাখিলা ॥ ১২৪ ॥

বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সঙ্গে অবস্থান ঃ—

প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে ।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে ॥ ১২৫ ॥

শ্রীরূপপ্রভুর নিকট রূপানুগবর রঘুনাথের ভাগবত-পাঠ ঃ—

রূপ-গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত-পঠন ।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥ ১২৬ ॥

রঘুনাথের অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ঃ—

অশ্রু, কম্প, গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে ।
নেত্র রোধ করে বাষ্প, না পারেন পড়িতে ॥ ১২৭ ॥

অতীব সুকণ্ঠ ভট্টগোস্বামী ঃ—

পিকস্বর-কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ ।
একশ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন-চারি রাগ ॥ ১২৮ ॥

কৃষ্ণস্মরণে আত্মহারা রঘুনাথ ঃ—

কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে, শুনে ।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে, কিছুই না জানে ॥ ১২৯ ॥

গোবিন্দৈকপ্রাণ রঘুনাথ ঃ—

গোবিন্দ-চরণে কৈলা আত্মসমর্পণ ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন ॥ ১৩০ ॥

স্বীয় শিষ্যদ্বারা গোবিন্দ-মন্দির ও বিগ্রহভূষণাদি-নির্ম্মাণ ঃ—

নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা ।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা ॥ ১৩১ ॥

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ বিরক্তকুলচূড়ামণি শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী ঃ—

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায় ।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ ১৩২ ॥

রঘুনাথের অন্য-নিন্দাদিশূন্যতা, সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শন ও অনুভূতি ঃ—

বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে ।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এইমাত্র জানে ॥ ১৩৩ ॥

রঘুনাথের কৃষ্ণস্মরণ-প্রক্রিয়া ঃ—

মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে ।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধি' লেন গলে ॥ ১৩৪ ॥

রঘুনাথের অব্যবহিত কৃষ্ণপ্রেম ঃ—

মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল ।
এই ত' কহিলুঁ তাতে চৈতন্য-কৃপাফল ॥ ১৩৫ ॥

পরিচ্ছেদে বর্ণিত -বিষয়ের সংক্ষেপে পুনরুক্তি ঃ—

জগদানন্দের কহিলুঁ বৃন্দাবন-গমন ।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ ॥ ১৩৬ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-মহাফল ।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিলুঁ সকল ॥ ১৩৭ ॥

গৌর ও গৌরভক্তকথা-শ্রবণে গৌরকৃপায় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

যে এইসকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি' ।
তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য

আপনারাই ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হয় না বলিয়া সংসার ভোগ করে, অপরকে কিরূপে অনর্থনির্ম্মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে? মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ—মুক্ত-গৃহবন্ধ, সুতরাং তাঁহারাই স্বয়ং 'ভাগবত' হইয়া ভাগবতের প্রকৃত অর্থ অবগত এবং ভক্তিপ্রভাবে সংসারমুক্ত।

১২৩। ছুটা-পান-বিড়া—মশলাদি উপাদান-রহিত পৃথক্-কৃত তাম্বূল।

১২৬। আউলায়—অলগ্ন, শ্লথ, আকুল, অস্থির, উন্মত্ত হয়।

১৩৩। বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম—যে অনুষ্ঠানদ্বারা বৈষ্ণবত্বের হানি হয় অর্থাৎ কৃষ্ণভজনবিমুখতা এবং যোষিৎসঙ্গরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবতার বিরুদ্ধ বা বৈষ্ণবের পক্ষে দূষণীয় বিষয়দ্বয়। বৈষ্ণবাচার্য্যের কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে কোনপ্রকারেই তদাশ্রিত হরি-ভজনোন্মুখ বৈষ্ণব বা কৃপাপাত্রকে পূর্ব্বোক্ত কদাচারদ্বয় ভজন-বিমুখ না করাইতে পারে, তজ্জন্য উপদেশপ্রদানপূর্ব্বক তাহা হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস করা। রঘুনাথ-ভট্টের মধ্যমাধিকারী ভাগবতের ন্যায় অশ্রদ্ধালু কাহারও নিন্দ্যচরিত্র-শোধনে প্রয়াস ছিল না। তিনি জানিতেন যে, সকলেই কৃষ্ণভজন করেন অর্থাৎ "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব—তাঁর দাস। যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ।।"

১৩৪। মননের কালে—স্মরণ-সময়ে।

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবন-গমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে অধিরূঢ়-দিব্যোন্মাদ প্রলাপ বর্ণিত হইতেছে। যে-সময়ে তিনি গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, কোন উড়িয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার স্কন্ধের উপর পদ দিয়া মহা-আর্ত্তির সহিত দেখিতে লাগিলে, গোবিন্দ তাহাকে নিবারণ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহার আর্ত্তি প্রশংসা করিয়া মহাপ্রেম-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রেমের সময় কৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল, আবার এই স্ত্রীলোকের ব্যাপার ঘটিতেই বাহ্যদশা হওয়ায়, প্রভু কৃষ্ণ না দেখিয়া জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত কৃষ্ণদর্শন হারাইয়া প্রভুর রাগোদয় হইল ; তাহাতে আপনাকে যোগীর সহিত উপমা দিলেন ; আর সেই যোগিভাবে কিরূপে বৃন্দাবন-বাস হইতেছে, তাহার বর্ণনা করিলেন। সময় সময় প্রসিদ্ধ দশটী দশাই প্রভুতে উপস্থিত হইতে লাগিল। একদিন প্রভু তিনদ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রে ভিতর প্রকোষ্ঠে শুইয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দ ও স্বরূপ দেখেন,—দ্বার সব বন্ধ আছে, কিন্তু প্রভু অদৃশ্য! ইহা দেখিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থিসন্ধি-শিথিলতাপ্রযুক্ত মহা-দীর্ঘাকার ও অচেতন অবস্থায় পাইলেন ; কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভুর জ্ঞান হইলে পুনরায় ঘরে লইয়া গেলেন। আবার কোন সময় চটক-পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রমবশতঃ দ্রুতগতি যাইতে যাইতে স্তম্ভিত হইয়া কদম্বের ন্যায় মহাপ্রভুর রোমোদ্গম ইত্যাদি মহাভাবযুক্ত একটী দশা দেখা গিয়াছিল ; তখন ভক্তগণ হরিনাম-কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে শীতল করিয়া গৃহে আনিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

প্রভুর বিপ্রলম্ভরসে অধিরূঢ় মহাভাব-বশে দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি) বর্ণন ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া ।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্ ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ২ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন ।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥ ৩ ॥

গৌরভক্ত-সমীপে চৈতন্যচরিত-বর্ণনে কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

জয় স্বরূপ, শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ ।
শক্তি দেহ',—করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥ ৪ ॥

গৌরকৃপা ব্যতীত মহাবিদ্বান্ ব্যক্তিরও প্রভুর অপ্রাকৃত দিব্যোন্মাদ-বোধে অসামর্থ্য ঃ—

প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব—গম্ভীর ।
বুঝিতে না পারে কেহ, যদ্যপি হয় 'ধীর' ॥ ৫ ॥

প্রভুকৃপা-বলেই প্রভুর অপ্রাকৃত-লীলোপলব্ধি ঃ—

বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে ?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যাঁরে ॥ ৬ ॥

স্বরূপ ও রঘুনাথপ্রভুদ্বয়ের কড়চাই গৌরলীলা-বর্ণনে আকর-গ্রন্থ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ-দাস ।
এই দুইর কড়চাতে এ-লীলা প্রকাশ ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রমক্রমে মন, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা যে-যে-কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখন বলিতেছি।

অনুভাষ্য

১। গৌরাঙ্গঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা (কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদেন বিরহেণ যা বিভ্রান্তিঃ ভ্রমময়ী চেষ্টা তয়া সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকেন) মনসা বপুষা (দেহেন) ধিয়া (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) যৎ যৎ (অনুষ্ঠানং) ব্যধত্ত (চেষ্টাদিকং চকার), অধুনা (সাম্প্রতং) তল্লেশঃ (যৎকিঞ্চিৎ) কথ্যতে (উচ্যতে)।

অনুভাষ্য

৫। শ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জনিত অপ্রাকৃত অলৌকিক গম্ভীর উন্মাদভাব বুদ্ধিমন্তব্যক্তিগণ স্ব-স্ব-অক্ষজজ্ঞানে বুঝিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানকালে নব্য ভক্তাভিমানিগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ রঙ্গিণ 'নদীয়া-নাগরী'-ভাব ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অভিনব কল্পিত উপাসনা গৌরলীলার মধ্যে প্রবেশাভাবই জ্ঞাপন করে।

৭। শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর কড়চা অর্থাৎ নিদর্শনজ্ঞাপিকা টিপ্পনীসমূহেই মহাপ্রভুর এই গম্ভীর-লীলার উদ্দেশ সূচিত হইয়াছে। যাঁহারা এই গৌরপার্ষদদ্বয়ের শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়সুখলালসায় মায়াময়